জামালপুর জেলায় বস্তায় আদা চাষ সম্প্রসারণ পরিকল্পনা

আদা চাষ বস্তায় কেন?

জামালপুর জেলা নিচু এলাকা হওয়ায় বর্ষা মৌসুমে বেশির ভাগ জমি পানিতে নিমজ্জিত থাকে বিধায় মাটিতে আদা চাষ অনেকটাই ঝুঁকিপূর্ণ। এজন্য বসতবাড়ীর আঙ্গিনায় কিংবা বন্যামুক্ত উচুঁ স্থানের বস্তায় আদা চাষের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

কৌশল সমূহ:

১. কৃষকদেরকে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে বিভিন্ন বাগানে, বসতবাড়ীর আঙ্গিনায়/বারান্দায় ছায়াযুক্ত স্থানে আদা চাষ করা হয়।
২. উপজেলা কৃষি অফিসের সামনে বস্তায় আদা চাষ করে কৃষকদের উৎসাহিত করা হয়।
৩. ৯৫০ জন কৃষককে ধারাবাহিকভাবে ২ বছর বস্তায় আদা চাষে উদ্বুদ্ধ করা হয়।
৪. বিভিন্ন কৃষক প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, কৃষক সমাবেশ ও মাঠ দিবসে বস্তায় আদা চাষের প্রযুক্তি ও উপকারীতা কৃষকদের মাঝে তুলে ধরা হয়।

চলমান কার্যক্রম:
জামালপুর জেলায় বিগত বছওে অত্যন্ত সফলতার সাথে বস্তায় আদা চাষ করা সম্ভব হয়েছে, বিধায় ছোট ছোট উদ্যোক্তা তৈরি হয়েছে। পরবর্তী বছরে এই জেলায় ব্যাপক পরিসরে বানিজ্যিক ভাবে বস্তায় আদা চাষ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

জাত: বান্দরবানের পাহাড়ী উন্নত জাত
বস্তায় আদা চাষের লাভ-ক্ষতি: প্রতি বস্তা
=(উৎপাদন * মূল্য)- উৎপাদন খরচ
={(২*১০০)-৭০} টাকা
= ১৩০ টাকা (বস্তা প্রতি লাভ)

বস্তায় আদা চাষের অগ্রগতি ও পরিকল্পনা

অর্থ বছর	বস্তায় আদা চাষের সংখ্যা	উৎপাদন (কেজি)	উৎপাদন খরচ (টাকা)	বাজারমূল্য (টাকা)	লাভ (টাকা)	মন্তব্য
২০২৩-২৪	১৭৯৩০	২৮৬৮৮	১২৫৫১০০	২৮৬৮৮০০	১৬১৩৭০০	
২০২৪-২৫(পরিকল্পনা)	১১,৬৮,৯৪০					

সুপারিশ:

১. রাজস্ব কর্মসূচীতে বস্তায় আদা চাষ অর্ন্তভূক্তিকরণে মাধ্যমে আরো ব্যাপকভাবে সফলতা আনা সম্ভব হবে।
২. বস্তায় আদা চাষের প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে।

প্রচারে ঃ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, জামালপুর।